দৈনিক বাংলা 179
তারিখ ... 02 FEB 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

প্রাথমিক শিক্ষার দায়-দায়িত্ব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষার সমস্যা ও প্রতিকার বিষয়ক দু'দিনব্যাপী সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষাকে 'উন্নয়নের চালিকাশক্তি' হিসাবে বর্ণনা করে সকলের প্রতি শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। তিনি শিক্ষাকে 'গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্ন' হিসাবেও চিহ্নিত করেন। প্রধানমন্ত্রীর এ উপস্থাপনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার গুরুত্ব যেভাবে বর্ণিত হয়েছে এ নিয়ে মতভেদের কোনই অবকাশ নেই। ফলে উন্নয়ন যদি কাম্য হয়, তার চালিকাশক্তিকে উপেক্ষা করা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নের তাবৎ দায়-দায়িত্ব এককভাবে সরকারের উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব হওয়ার কথা নয়। অবশ্যই সকলকেই এতে অংশ নিতে হবে।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন আসতে পারে, সকলের অংশ নেয়ার পথটি কোথায়? সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রাথমিক শিক্ষার সবটাই সরকার নিয়ন্ত্রিত। এদিক থেকে দেখতে গেলে সাধারণ মানুষের এতে অংশ নেয়ার কোন পথই খোলা থাকার কথা নয়। বিষয়টি তাই কিছু আলোচনার দাবী রাখে। এ আলোচনায় প্রবেশের আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার গুরুত্ব এবং বর্তমান অবস্থা একটু খতিয়ে নেয়ার প্রয়োজন আছে।

সভ্যতার যে স্তরে আমাদের অবস্থান তাকে এক কথায় উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর এবং তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বলা চলে। প্রতিযোগিতা আর প্রযুক্তি উভয়েরই প্রধান দাবী মানবিক দক্ষতার সর্বোচ্চ বিকাশ। সহজাত দক্ষতা নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অকল্পনীয়। তেমনি অকল্পনীয় উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন কিংবা আয়ত্তিকরণ। আর দক্ষতা বিকাশের পথ একটাই-শিক্ষা। অন্য কথায় একেই আমরা মানবসম্পদের উন্নয়ন বলে থাকি।

মানবিক অস্তিত্বের প্রযুক্তি নির্ভরতা এমন দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে যে তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে উন্নত বিশ্বও হিমশিম খাচ্ছে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন রূপ নিচ্ছে সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, প্রথাগত শিক্ষার ধারা চালু রাখাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। নেহাত স্বাক্ষরতার নিরিখেও আমাদের জনসংখ্যার চারভাগের তিনভাগই অশিক্ষিত বা শিক্ষা বঞ্চিত।

এখানে বলে রাখা ভাল শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ণয়ে নেহাত স্বাক্ষরতা কোন তাৎপর্য বহন করে না। নিম্নতম ব্যবহার যোগ্য শিক্ষাকেই এযুগে স্বাক্ষরতার পরিমাপ গণ্য করা হয়। এদিক থেকে আমাদের শতকরা পঁচিশ ভাগ স্বাক্ষরের সকলেই স্বাক্ষর বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নন।

এমন একটা অবস্থান থেকে একুশ শতকের উপযোগী শিক্ষার আয়োজন কল্পনায় আনা যায় না। অথচ আমাদেরও যে একুশ শতকে বেঁচে থাকতে হবে সে সত্য অনস্বীকার্য। ফলে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ন্যূনতম শিক্ষার ভিত সম্প্রসারিত করে উন্নত জাতি গঠনের পরিবেশ গড়ে তোলার। ন্যূনতম ব্যবহারযোগ্য শিক্ষার প্রসার ঘটলেই কেবল উন্নত এবং উচ্চতর শিক্ষা আশা করা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা আন্তর্জাতিকভাবে ন্যূনতম ব্যবহারযোগ্য শিক্ষা হিসাবে স্বীকৃত। ফলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমান পর্যায়ে জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এ শতাব্দীর বাকী আট বছরের মধ্যে এ লক্ষ্য পূরণ করাই আমাদের সংকল্প। সরকার এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছে এবং সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন।

লক্ষ্য ও তার গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই যত সংশয় সে কেবল এর বাস্তবায়ন সম্ভাবনা নিয়ে। আর তাই সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও সকল শিশুর পক্ষে এ সুযোগ গ্রহণের উপায় নেই। আয়োজনের সীমাবদ্ধতার জন্যেই রাতারাতি সব শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঠাঁই দেয়া সম্ভব হবে না। যেমন, এ মুহূর্তে দেশে মোট পঁয়তাল্লিশ হাজারের মত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। আর ছ' থেকে দশ বছর বয়েসী শিশুর সংখ্যা কম করে হলেও হবে এক কোটি আশি লাখ। এই বিপুল সংখ্যক শিশুর স্থান বিদ্যমান বিদ্যালয়গুলোতে সংকুলান হওয়া সম্ভব নয় আর স্থান সংকুলান সম্ভব ধরে নিলেও আর্থ-সামাজিক কারণেও এই বিপুল সংখ্যক শিশুর একটি বড় অংশের পক্ষে বিদ্যালয়ে যাওয়া কিংবা নির্ধারিত শিক্ষাসূচী সমাপ্ত করা সম্ভব হওয়ার নয়। ফলে পরিপূরক ব্যবস্থা অপরিহার্য। আর এখানেই গণশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব। প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে যারা বঞ্চিত থেকে যায়, বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের ন্যূনতম শিক্ষা প্রদানই এর লক্ষ্য।

এমন একটি ব্যাপক কার্যক্রম কারও একক প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হতে পারে না। সামাজিক উদ্যোগ অপরিহার্য। প্রথমই বলা যায়, সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে প্রাপ্তব্য সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্ব তথা জনসাধারণ কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন। এ ছাড়া সামাজিক উদ্যোগে পরিপূরক কর্মসূচী গৃহীত হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এরই মাঝে শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন এবং তাদের উদ্যোগ পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে খুবই ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিতও হয়েছে। সমাজের অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান অংশ উদ্যোগী হলে এ জাতীয় কার্যক্রম আরও প্রসার লাভ করতে পারে। যা সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে অর্থবহ অবদান রাখতে বাধ্য।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যা হচ্ছে এক দিকে সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং অপচয়ের আধিক্য। একটি দরিদ্র জাতির পক্ষে বরাদ্দ বাড়ালেও তা বিপুল চাহিদার তুলনায় কমই থেকে যায়। অন্যদিকে ব্যবস্থাটিই এমন যে, যেটুকু বরাদ্দ সম্ভব হয়, তারও বহুলাংশ অপচয় হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী এই অপচয়ের পরিমাণ মোট বরাদ্দের পঁয়ষট্টি শতাংশ বলে উল্লেখ করেছেন। সামাজিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে এ অপচয় বন্ধ হতে পারে। যার অর্থ হচ্ছে, বর্তমান বরাদ্দ দিয়েই দ্বি-গুণের অধিক সাফল্য অর্জন।

সরকারী ব্যবস্থার অপর একটি ত্রুটি হচ্ছে এই, বরাদ্দের প্রায় গোটাটাই নির্মাণ ও প্রশাসনিক বেতন খাতে ব্যয়িত হয়। ফলে প্রকৃত শিক্ষা খাতে নিয়োগের জন্যে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যদি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসূচীর দিকে দৃষ্টি দেয়া যায় তাতেই এ বক্তব্যের তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনকে মাথাভারি করে তোলার বদলে সামাজিক দায়িত্বে ন্যস্ত করা সম্ভব হলে বিপুল সাশ্রয় এবং উচ্চতর সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এখানেও আসে সেই সকলের অংশ গ্রহণের প্রশ্ন।

অপচয়ের অপর একটি বড় কারণ হচ্ছে এই যে, সরকারী কার্যক্রম প্রবাদের 'সরকারী মাল'-এ পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সরকার টাকা দেবে কাজ চলবে। কাজের ফলাফল কি দাঁড়ালো। এ নিয়ে আমাদের কারও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এ মনোভাবের ফলেই তাবৎ আয়োজন এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে চলেছে। আশার কথা, প্রধানমন্ত্রী এ দিকটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাঁর ভাষণে শিক্ষা ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা প্রবর্তনের সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন।

অস্তিত্বের খাতিরে আমাদের এ শিক্ষা কার্যক্রম সফল করে তুলতে হবেই। জবাবদিহিতার প্রবর্তন তাই অপরিহার্য। শিক্ষাকে একটি জাতীয় প্রশ্ন হিসাবে গ্রহণ করে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জবাবদিহিতার পন্থা উদ্ভাবন এবং তা কার্যকর করা সহজ হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার এই বিশাল কার্যক্রমের চাহিদা মেটানো কিছুতেই সম্ভব হওয়ার নয়। বাইরের সাহায্য আবশ্যিক। আর সে সাহায্য আমরা পাচ্ছিও। ভবিষ্যতে হয়ত আরও বড় সাহায্যের প্রয়োজন হবে। এখন মূল কর্মসূচী যদি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থই হতে থাকে, সাহায্য কতকাল সচল থাকতে পারে?

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার থেকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়টিকে তাঁর নিজের এখতিয়ারে রাখাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এরই ফলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিষয়টিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এ আগ্রহ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব অবশ্যই জাতিকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, এর উপর নির্ভর করছে গোটা জাতির অস্তিত্ব এবং উন্নতির সকল সম্ভাবনা।

— সালেহ চৌধুরী